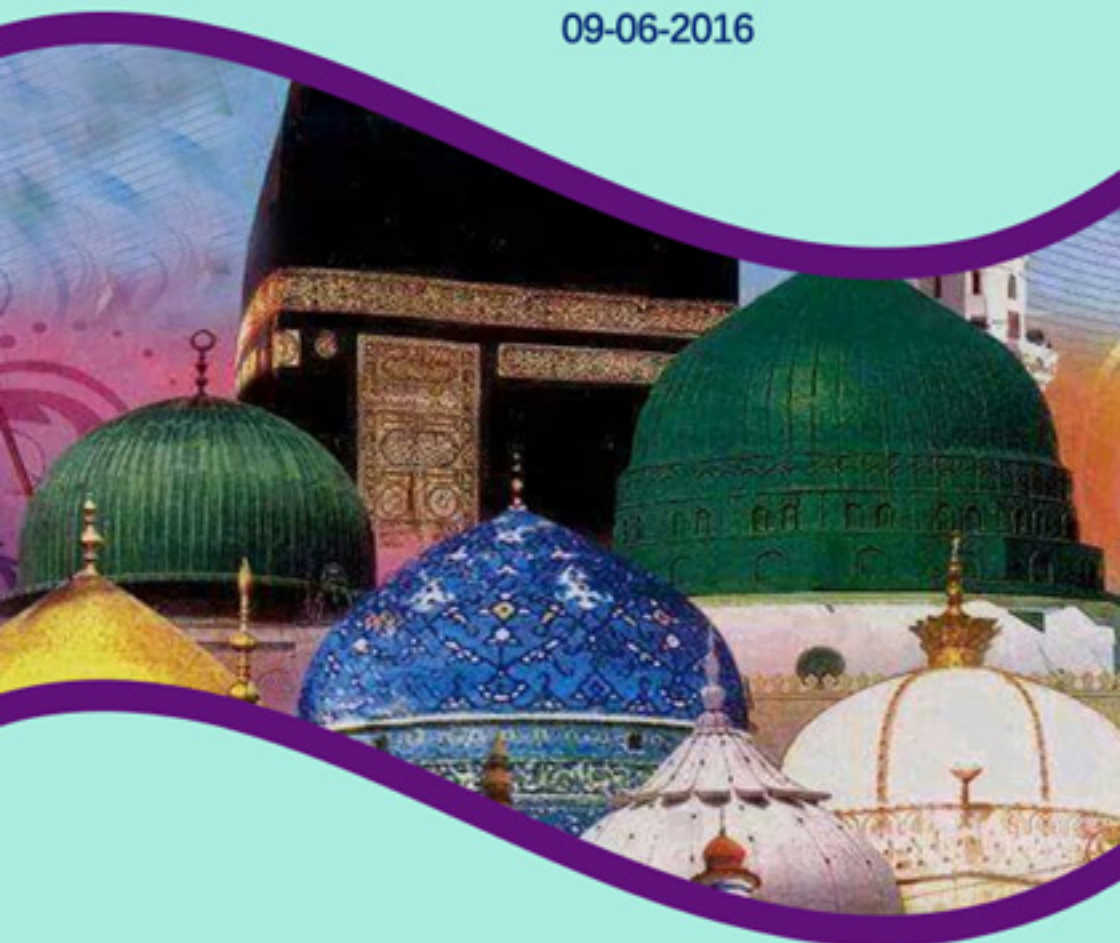


সাপ্তাহিক সূনাতে ভরা ইজতিমার সূনাতে ভরা বয়ান

09-06-2016



তাল্লাহ্ ওম্বালাদের সোয়া

(Bangla)

আব্লাহ ওয়ালাদের রোযা

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

أَلْحَبْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ط
 أَمَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُوْرَ اللَّهِ
 نَوَيْتُ سُنَّتَ الْإِعْتِكَافِ

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাহের নিয়্যত করলাম।)

দরুদ শরীফের ফযীলত

রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম, শাহে বণি আদম, ছযুর
 صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার
 দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে। আমি তার জন্য ইস্তিগফার করি এবং এছাড়াও
 তার জন্য ১০টি নেকী লিপিবদ্ধ করা হয়।” (মুজাম আওসাত, মিন ইসমিহি আমহদ, ১/৪৪২, নং- ১৬৪২)

গরছে হে বে হদ কুছুর তুম হো আফুও গফুর,

বখশ দো জুরম ও খাতা তুমপে করোড়ো দরুদ। (হাদায়িকে বখশিশ, ২৬৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

বয়ান শনার নিয়্যত সমূহ

❖ দৃষ্টিকে নত রেখে খুব মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনবো। ❖ হেলান
 দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'জানু হয়ে বসবো।
 ❖ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দিবো।

✽ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারণ করবো, অমনোযোগী হওয়া, ধমক দেয়া এবং বিশৃংখলা থেকে বেঁচে থাকবো। ✽ **صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!** ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে জবাব দিবো। ✽ বয়ানের পর নিজে আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

বয়ান করার নিয়ত সমূহ

✽ হামদ ও সালাত এবং মাদানী পরিবেশে পড়ানো হয় এমন দরুদ ও সালাম পড়াবো। ✽ দরুদ শরীফের ফযীলত বলে **صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!** বলব, তখন নিজেও দরুদ শরীফ পাঠ করবো এবং অন্যান্যদেরকেও পড়াবো। ✽ সুন্নী আলিমের কিতাব থেকে পাঠ করে বয়ান করবো। ✽ ১৪ পারার সূরা নাহল ১২৫ নং আয়াত:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:

আপন প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করো পরিপক্ব কলাকৌশল ও সদুপদেশ দ্বারা) এবং বুখারী শরীফের (৪৩৬১নং হাদীসে) বর্ণিত এই ফরমানে মুস্তফা

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً: صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ “অর্থাৎ- আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও যদিও

একটি মাত্র আয়াত হয়।” এতে প্রদত্ত আহকামের অনুসরণ করবো। ✽ সৎকাজের

নির্দেশ দিব এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবো। ✽ কবিতা পা করতে এমনকি

আরবী, ইংরেজী এবং কঠিন শব্দাবলী বলার সময় অন্তরের ইখলাছের প্রতি খেয়াল

রাখব অর্থাৎ- নিজের জ্ঞানের ভাব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হলে তবে বলা থেকে বেঁচে

থাকবো। ✽ মাদানী কাফেলা, মাদানী ইন্আমাত, এমনকি এলাকারী দাওরা বারায়ে

নেকীর দাওয়াত ইত্যাদির উৎসাহ প্রদান করবো। ✽ অটুহাসি দেয়া এবং অটুহাসি

হাসানো থেকে বেঁচে থাকবো। ✽ দৃষ্টিকে হিফাজত করার জন্য যতটুকু সম্ভব দৃষ্টিকে

নত রাখবো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

ছাতু (আটা মিশ্রিত পানি) দ্বারা ইফতারী:

হযরত সাযিয়দুনা ছালেহ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ হযরত সাযিয়দুনা খুলাইদ বিন হাসসান رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ থেকে বর্ণনা করেন: হযরত সাযিয়দুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ প্রচন্ড গরমের মধ্যে ও নফল রোযা রাখতেন। একদিন আমরা ইফতারীর সময় খাবার নিয়ে তার দরবারে উপস্থিত হই। যখন তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ আমাদের খাবার দ্বারা ইফতার করতে চাইলেন, তখন কেউ কোরআনুল করীমের এই আয়াত তিলাওয়াত করেন:

إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا
وَوَطْعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় আমার নিকট ভারী বেড়ী সমূহ রয়েছে এবং প্রজ্জলিত আগুন এবং কঠে আটকা পড়ে এমন খাদ্য এবং বেদনাদায়ক শাস্তি।

(পারা- ২৯, সূরা- মোযফাখিল, আয়াত- ১২-১৩)

এই আয়াত শুনামাত্রই তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ নিজের হাত খাবার খেতে গুটিয়ে নিলেন এবং এক লোকমাও (গ্রাস) খাননি এবং বললেন: খাবার এখন থেকে সরিয়ে নাও। দ্বিতীয় দিন তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ রোযা রাখলেন। ইফতারের সময় যখন তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর সামনে খাবার রাখা হলো, তখন তার رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর ঐ আয়াত স্বরনে এসে গেলো। তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এক লোকমা (গ্রাস) ও খাননি এবং বললেন: এই খাবার আমার সামনে থেকে দূরে সরিয়ে নাও। একই ভাবে তৃতীয় দিন ও তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعালَى عَلَيْهِ কোন খাবার না খেয়েই এভাবে রোযা রেখে দেন। তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর পুত্র যখন তার এই অবস্থা দেখলেন যে তিনি কোন খাবার গ্রহণ না করেই তিনদিন অতিবাহিত করে দিয়েছেন তখন তিনি খবুই চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং যুগের প্রশিক্ষণ ওলি হযরত সাযিয়দুনা ছাবিত বুনানী, হযরত সাযিয়দুনা ইয়াহইয়া এবং অন্যান্য আউলিয়ায়ে কিরামের কাছে উপস্থিত হন এবং আরয় করলেন: হুয়র! আপনারা তাড়াতাড়ি আমার পিতাকে সাহায্য করুন। তিনি একাধারে তিনদিন পানির কতিপয় ঢোক পান করে রোযা রেখেছেন এবং তিনি দিন পর্যন্ত খাবারের এক লোকমাও (গ্রাস) খাননি,

আমরা যখন তার সামনে সেহেরী বা ইফতারের জন্য খাবার পেশ করি তখন তার কোরআনুল করীমের এই আয়াতে মোবারকা স্মরণে এসে যায়:

إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا
وَوَطْعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا

কানযুল ইমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় আমার নিকট ভারী বেড়ী সমূহ রয়েছে এবং প্রজ্জলিত আগুন এবং কঠে আটকে পড়ে এমন খাদ্য এবং বেদনাদায়ক শাস্তি।

(পারা- ২৯, সূরা- মোম্বাম্বিল, আয়াত- ১২-১৩)

এই আয়াত স্মরণে আসলে তিনি খাবার খেতে অস্বীকার করেন। আল্লাহর ওয়াস্তে! তাড়াতাড়ি চলুন, আর এই সমস্যা সমাধান করে দিন, এটা শুনে সকল হযরত হযরত সাযিয়দুনা হাসান বসরী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর কাছে আসলেন। যখন ইফতারের সময় হলো তখন পুনরায় তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর ঐ আয়াত স্মরণে এসে গেলো। আর তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ খাবার খেতে অস্বীকৃতি জানালেন। কিন্তু যখন হযরত সাযিয়দুনা ছাবিত বুনাঈ, হযরত সাযিয়দুনা ইয়াহইয়া ও অন্যান্য বুর্য়গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বারবার জোর করেন, তখন তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ (ছাতু) আটা মিশ্রিত পানি পান করতে রাজি হন এবং তৃতীয় দিন ঐ লোকদের জোর করার কারণে ছাতু মিশ্রিত শরবত পান করেন। (উযুন্নুল হিকায়াত, ১ম অংশ, ৩৭০ পৃষ্ঠা)

মুঝ কো ভুক ও পিয়াছ ছেহনে কি খোদা তাওফিক দে।

গম তেরে ইয়াদো মে রেহনে কি ছদা তাওফিক দে।

(ফয়যানে সুনাত, প্রথম খন্ড, ৬৬২ পৃষ্ঠা)

صَلِّ عَلَى الْحَبِيبِ! صَلِّ اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

سُبْحَانَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ আপনারা দেখলেন তো! আল্লাহ ওয়ালার ইবাদতের ক্ষেত্রে কেমন মজবুত মাদানী চিন্তা ধারণকারী এবং রোযার প্রতি কি পরিমাণ মুহাব্বতকারী ছিলেন। যদি আবহাওয়া শারীরিক অবস্থার অনুকূল হোক বা না হোক, এমনকি প্রচন্ড গরম হওয়া সত্ত্বে ও এই আল্লাহ ওয়ালারা ক্ষুধা ও তৃষ্ণা হাঁসি মুখে সহ্য করে নিতেন। ঐ পবিত্র আত্মাদের মধ্যে শুধুমাত্র একটি ধ্যানই ছিলো, ব্যাস! যেভাবেই হোক আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জন হওয়া,

যেমনভাবে বর্ণিত ঘটনা থেকে স্পষ্ট প্রকাশিত হলো যে, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর রোযার প্রতি এই পরিমান গভীর ভালবাসা ছিলো যে, প্রচণ্ড গরমের মধ্যে ও রোযা রেখে দিতেন। কিন্তু দূর্ভাগ্য বশত আজ লোকদের বিরাত অংশ গরমের বাহানা করে রোযা পালন করা থেকে বিরত থাকে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ওয়ালাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো যে, কিয়ামতের ও দোযখের গরম দুনিয়ার গরমের চেয়ে ও অনেক গুন বেশি। যে সৌভাগ্য বান আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য এখানে দুনিয়ার গরম সহ্য করে রোযা রাখতে সফল হয়ে যাবে, إِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ আখিরাতের মধ্যে শান্তি পাবে। এই জন্য গরমের দিনে রমযানের ফরয রোযা হোক রমযান ছাড়া নফল রোযা আমাদের এই কথা মনে রাখতে হবে যে, গরমের উত্তাপ, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা কঠোরতা যত বেশি অনুভব হবে, ধৈর্য ধারণ করলে إِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ সাওয়াব ও তত বেশি সাওয়াব অর্জন হবে। বর্ণিত রয়েছে; أَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ أَحْمَرُهَا অর্থাৎ- উত্তম ইবাদত ঐটাই যেটাতে কষ্ট বেশি রয়েছে। (তফসীরে কবীর ২৯ পারা, আল মুযাম্মিল, ১০, ৬৮৫/৬) ইমাম শরফুদ্দিন নাওয়াযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: ইবাদতের মধ্যে কষ্ট ও খরচ বেশি হওয়ার দ্বারা সাওয়াব ও ফযীলত বেশি হয়ে থাকে, (শরহে নওয়াযী মাঝাহিবুল ওলামা ফি তাহলীল, ৮ম খন্ড, ৪/১৫২) এমন কি হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: দুনিয়ার মধ্যে যে নেক আমল যত কঠিন হবে, কিয়ামতের দিন নেকীর পাল্লার মধ্যে ততটাই ওজন ভারী হবে।

(তাজকিরাতুল আউলিয়া, বাব ইয়াজদাহম, জুকিরা ইব্রাহীম বিন আদহাম, ৯৫ পৃষ্ঠা)

আছিয়ো কি মাগফিরাত কা লে কর আয়া হে পায়াম,

জুম জায়ো মুজরিমু! রমজান মাহে গুফরান হে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৭০৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের নফস যেহেতু সহজতা পছন্দ করে, এই জন্য তার সব সময় আরাম আয়েশ প্রয়োজন এবং সে ইবাদতের পরিশ্রম ও কষ্ট দ্বারা ভয় পায় এবং পালিয়ে থাকে।

উদাহরণ স্বরূপ- যখন একজন মুসলমান রোযা রাখার চেষ্টা করে তখন নফস বিভিন্ন ধরনের তাল-বাহানা করে বিভিন্ন অক্ষমতার কথা স্মরণ করিয়ে রোযা রাখার ক্ষেত্রে বিরত রাখার চেষ্টা করে। উদাহরণ স্বরূপ- এখন তো প্রচণ্ড গরম, অবস্থা ভালো নয়, কার্জকর্ম কিভাবে হবে, শরীর খারাপ হয়ে যাবে, পরে রেখে নিও, ইত্যাদি এই জন্য আমাদের উচিত আমরা যেন নফসের ধোকায় না পড়ি। রোযা সেটা চায় শীতকালে আসুক বা প্রচণ্ড গরমের মধ্যে, শরয়ী কারণ ছাড়া ফরয রোযা যেন কখনো ছেড়ে দিবেন না, বরং রোযা রাখার পুরস্কার পাওয়ার আল্লাহ তাআলার নেয়ামতের প্রতি দৃষ্টি রাখুন। কেননা, আল্লাহ তাআলা তাঁর পবিত্র কালামে রোযাদার পুরুষ ও মহিলাদের কথা না শুধু আলোচনা করেছেন। বরং তাদের ক্ষমা ও বড় নিয়ামতের সুসংবাদ ও প্রদান করেছেন।

২২ পারার সূরা আহযারের ৩৫ নং আয়াতে মধ্যে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَ
 الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ
 وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَ
 الصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَ
 الْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَ
 الْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّابِئِينَ وَالصَّابِئَاتِ
 وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَ
 الذَّكِرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّكِرَاتِ ۗ أَعَدَّ
 اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٥﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারীগণ, ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীগণ, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারীগণ, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারীগণ, ধৈর্য্যশীল পুরুষ ও ধৈর্য্যশীল নারীগণ, বিনয়ী পুরুষ ও বিনীত নারীগণ, দানশীল পুরুষ ও রোযা পালনকারী পুরুষ ও রোযা পালনকারী নারীগণ, নিজের লজ্জা স্থানের পবিত্রতা হিফাজতকারী পুরুষ ও লজ্জা স্থানের পবিত্রতা হিফাজত কারী নারীগণ এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ কারী পুরুষ ও স্মরণ কারী নারীগণ, এ সবার জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও মহা প্রতিদান তৈরী করে রেখেছেন। (পারা- ২২, সূরা- আহযাব, আয়াত- ৩৫)

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেভাবে কোরআনুল কারীমের মধ্যে রোযাদারদের প্রশংসা করা হয়েছে এবং তাদেরকে ক্ষমা ও বড় প্রতিদানের সুসংবাদ শুনানো হয়েছে এমনি ভাবে হাদীস শরীফ সমূহের মধ্যে অসংখ্য রোযার ফযীলত রয়েছে, যেখানে রোযাদার দের জন্য বিভিন্ন সুসংবাদ রয়েছে, এই প্রসঙ্গে তিনটি ফরমানে মুস্তফা

ﷺ শুনি:

(১) “যে আল্লাহ্ তাআলার (সন্তুষ্টির জন্য) রাস্তায় এক দিনের ফরয রোযা রাখল, আল্লাহ্ তাআলা তাকে জাহান্নাম থেকে এত দূরত্বে রাখবেন যত দূরত্ব সাত আসমান ও জমীনের মধ্যখানে রয়েছে।”

(মুজাম কবীর, মাউসনিদা উতবাবিন আবদ, ১৭/১২০, হাদীস- ২৯৫)

(২) “যে ব্যক্তি কোন দিন আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য রোযা রাখল, তবে তার শেষ পরিণতি এর উপরই হবে আর সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।”

(মসনদে আহমদ, হাদীস, হযাইফা বিন আল ইয়ামান, ৯/৯০, হাদীস নং ২৩৩৮৪)

(৩) “যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য একদিন রোযা রাখল, আল্লাহ্ তাআলা তাকে জাহান্নাম থেকে এত দূরে করে দেন, যতটুকু দূরত্ব একটি কাক শৈশবকাল থেকে বৃদ্ধ হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে উড়ে অতিক্রম করতে পারে।” (মসনদে আহমদ, মসনদে আবিছরাইরা, ৩/৬১৯, হাদীস নং ১০৮১০)

প্রশিদ্ধ মুফাসিসর, হাকিমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ

এই হাদীসে পাকে প্রসঙ্গে বলেন: কাক স্বাভাবিক বয়স ১০০০ বছর এবং এটা খুব দ্রুত উড়ে থাকে। এখানে দোযখ থেকে সর্বশেষ দূরত্বটা বোঝানোর জন্য উদাহরণ স্বরূপ বলা হয়েছে যে, কাকের বাচ্চা যখন জন্মগ্রহণ করতেই উড়তে শুরু করে এবং মৃত্যু পর্যন্ত অর্থাৎ ১০০০ বছর পর্যন্ত বরাবরই উড়তে থাকে, তাহলে ধারণা করুন যে, নিজ বাসা থেকে কত দূরে যেতে পারে। আল্লাহ্ তাআলা ঐ রোযাদারকে ততটা দূরত্বে রাখবেন। (মীরআতুল মানবীহ, ৩/১৯৭)

নামায ও রোযা ও হজ্জ যাকাত কি তাওফিক,

আতা হো উম্মতে মাহবুব কো ছদা ইয়া রব! (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৮৮ পৃষ্ঠা)

صَلِّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! রোযা রাখার কেমন মহা মর্যাদা ও ফযীলত কোরআন ও হাদীসের মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা, রোযাদারদের জন্য না শুধু ক্ষমা ও মহা প্রতিদান ও সাওয়াব, বরং শেষ পরিনতি ভাল হওয়ার সুসংবাদ রয়েছে। এই জন্য আমাদের ও আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য রোযার মত মহান ইবাদতের আগ্রহ আকাংখা অন্তরে সৃষ্টি করা উচিত, বরং এই ক্ষেত্রে আল্লাহ ওয়ালাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলা উচিত। কেননা, ঐ সব হযরতগণ রোযার কারণে ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য করার ক্ষেত্রে শীত-গরমের কোন পরোয়া করতেন না, বরং প্রচণ্ড গরমে ও রোযা রেখে দিতেন, আসুন! এ ব্যাপারে একটি ঘটনা শুনি, এর বরকতে আমাদের মধ্যে **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** রোযা রাখবে উৎসাহ বাড়বে। যেমনিভাবে-

কিয়ামতের তীব্র পিপাসা থেকে মুক্তি:

হযরত সাযিয়্যুনা আবু মূসা আশযারী **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** বলেন: একবার আমরা সমুদ্র পথে জিহাদের জন্য যাচ্ছিলাম। আমাদের নৌকা সমুদ্রের বক্ষ বিধীন করে গন্তব্যস্থলের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, এতটুকুতেই এক অদৃশ্য আওয়াজ সবাইকে অবাক করে দিলো, কোন বক্তা বলছে: হে নৌকা আরোহীরা! দাঁড়াও! আমি তোমাদেরকে এক গুরুত্ব পূর্ণ কথা বলছি। এই আওয়াজ ৬-৭ বার শুনা গেছে, তখন আমি নৌকার ছাঁদে দাঁড়িয়ে গেলাম এবং বললাম: তুমি কে এবং কোথায়? তুমি কি জান যে, আমরা এই মূহুর্তে কোথায়? আমরা সমুদ্রের মাঝখানে কিভাবে দাঁড়াতে পারি? সবেমাত্র আমি আমার কথা শেষ করেছি, অসাধারণ এক মুবল্লিগের অদৃশ্য আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হলো: আমি কি তোমাদেরকে এমন এক কথার সংবাদ দেবো না যেটা আল্লাহ তাআলা তার দায়িত্বে আবশ্যিক করে নিয়েছেন? আমি বললাম: কেন নয়! আমাদেরকে অবশ্যই এই ধরনের জিনিষের ব্যাপারে বলুন। আওয়াজ আসলো: শুনো! আল্লাহ তাআলা তাঁর দায়িত্বে এই কথা আবশ্যিক করে নিয়েছেন যে, যে কেউ গরমের দিনে রোযা অবস্থায় আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে নিজে পিপাসার্ত রাখবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের ধ্বংসাত্মক গরমের মধ্যে তাকে পরিতৃপ্ত করবেন।

তারপর হযরত সাযিয়্যদুনা আবু মূসা আশযারী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এমন অভ্যাস বানিয়েছেন যে, এমন মারাত্মক গরমের দিনেও রোযা রাখতেন, যে সময় মানুষ গরমের তীব্রতার কারণে সিদ্ধ হয়ে যেতো। (উম্মুল হিকায়াত, ২য় অংশ, ৩৪৫ পৃষ্ঠা)

দো জাহা কি নেয়মাতে মিলতি হে রোযাদার কো,

জু নেহী রাখতা হে রোযা ওহ বড়া নাদান হে। (ওয়সায়িলে বখশিশ, ৭০৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের ও উচিত যে, নিজের আখিরাতেরে চিন্তা করে কিয়ামতের তীব্র গরম ও তীব্র পিপাসার কথা স্মরণ করা এবং বিশেষ করে রমযান মাসের ফরয রোযার ব্যাপারে দুনিয়ার সামান্য গরমকে গুরুত্ব না দেওয়া, বরং যতক্ষণ পর্যন্ত নিঃশাস চলমান আছে। নাযায়, রোযা, সদকা, খয়রাত এবং বেশি বেশি নেক আমলের মাধ্যমে আখিরাতের, দীর্ঘ সফরের প্রস্তুতির মধ্যে ব্যস্ত থাকা।

বর্ণিত রয়েছে; الْأُخْرَى অর্থাৎ- দুনিয়া আখিরাতের শয্যক্ষেত্র। তাই দুনিয়ার মধ্যে যা রোপন করবে আখিরাতের মধ্যে তাই কাটবে। إِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ যদি আখিরাতের গরম এবং ভয়াবহতা চোখের সামনে রাখে, তখন দুনিয়ার গরমের মধ্যে রোযা রাখাটা অনেকটা সহজ হয়ে যাবে।

নবী করিম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ হযরত সাযিয়্যদুনা আবু যর গিফারী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ কে ইরশাদ করেন: হে আবু যর! যখন তুমি কোন দুনিয়াবী সফরের ইচ্ছা করো, তখন সেটার জন্য তো অবশ্যই প্রস্তুতি গ্রহণ কর, তবে আখিরাতে সফরের প্রস্তুতির ব্যাপারে তোমার কি ধারণা রয়েছে? (অর্থাৎ দুনিয়াবী সফরের তুলনায় আখিরাতের প্রস্তুতি কতটুকু জরুরী) হে আবু যর আমি কি তোমাকে ঐ জিনিষ সমূহের ব্যাপারে বলবো না, যা তোমাকে ঐ দিন উপকার দিবে? আরয করলেন: আমার মা বাবা আপনার উপর কোরবান! অবশ্যই বলুন। ইরশাদ করলেন: কিয়ামতের দিনের জন্য প্রচণ্ড গরমের দিন রোযা রাখো, কবরের ভয়াবহতার জন্য রাতের অন্ধকারে দুই রাকাত (নামায আদায় করো) পড়ো। বড় বড় (আগত) কাজের জন্য হজ্ব করো এবং কোন মিসকীন কে কোন জিনিষ দিয়ে বা হক কথা বলে বা কোন খারাপ কথায় চুপ থেকে সদকা করো। (মওছুয়াতে লিহবনে আবিদ দুনিয়া, আত তাহজ্জুদ ওয়া কিয়ামুল লাইল, ১/২৪৭, হাদীস নং ১০)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! আমাদের প্রিয় আকা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাঁর প্রিয় সাহাবী হযরত সাযিয়্যুনা আবু যর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ কেমন সুন্দর চিত্তাকর্ষক ইনফিরাদী কৌশিশ করে এবং তাকে দুনিয়ার সফরের উদাহরন দিয়ে আখিরাতের সফরের কেমন মূল্যবান মাদানী ফুল প্রদান করেছেন। এই হাদীসে পাক থেকে এটা বুঝা গেলো যে, যেভাবে দুনিয়াবী সফরে রাওয়ানা হয়ে মানুষ সফরের মধ্যে কাজে আসা জরুরী আসবাব পত্র সাথে রাখে। এননি ভাবে আখিরাতের সফরে রাওয়ানা হওয়ার আগে আগেই ঐ সফরে কাজে আসা নেক আমলের ভান্ডার অবশ্যই করে নেওয়া উচিত। আখিরাতের সফরের প্রস্তুতির ধারাবাহিকতার মধ্যে এই হাদীসে পাকে মধ্যে বর্ণিত উপদেশ সমূহ এই পরিমান প্রভাব সৃষ্টিকারী যে, হযরত আবু যর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ নবী করিম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ থেকে শুনে একই ভাবে অন্যের নিকট এই উপদেশ সমূহ পৌঁছান। যেমনিভাবে-

দীর্ঘ সফরের পাথেয়:

হযরত সাযিয়্যুনা সুফিয়ান ছাওরী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: হযরত সাযিয়্যুনা আবু যর গিফারী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ কাবার পাশে দাঁড়িয়ে ডাকছেন: হে লোকেরা! আমি জুনদুব গিফারী। এদিকে আসো নিজের স্নেহশীল ভাইয়ের কাছে। যখন সমস্ত লোক তার আসে পাশে এসে গেলো। তখন তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ তাদের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করলেন: এটা বলো যে, যদি তোমাদের মধ্যে কারো সফরের ইচ্ছা হয় তবে সে কি তার সাথে সফরের পথ খরচ (পাথেয়ে) নিবে না। যা তার কাজে আসে এবং গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছে দেয়? সবাই আরয করল: হ্যাঁ! কেন নয়। তখন তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ (তাদেরকে দুনিয়ার লোভ থেকে বাচাতে এবং আখিরাতের লোভের প্রতি উৎসাহ দিয়ে উপদেশ দিয়ে) ইরশাদ করেন: নিঃসন্দেহে আখিরাতের সফর এই সফর থেকে অনেক গুন দীর্ঘ যেটার জন্য তোমরা এখানে ইচ্ছা পোষণ করে থাকো, এই কারণে সেটার জন্য ঐ জিনিষ নিয়ে নাও, যা তোমাদের উপকার দিবে, লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো: ঐটা কি জিনিষ?

তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বললেন: বড় উদ্দেশ্যে হজ্জ করো, কিয়ামতের দীর্ঘ দিন কে সামনে রেখে প্রচণ্ড গরমে রোযা রাখো, কবরের ভয়াবহতা থেকে বাঁচতে রাতের সময় নফল পড়ো। (ঐ) বড় দিনের মধ্যে দাঁড়ানোর কথা স্মরণ করে ভাল কথা বলো এবং মন্দ কথা থেকে দূরে থাকো। কিয়ামতের কঠোরতা থেকে বাঁচার আশায় নিজ সম্পদ থেকে সদকা করো। (সিফাতুস সফওয়াহ, আবু যর জুনদুব বিন জুনাদাহ, ১ম অংশ, ১/৩০১, ৬৪ নং)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের ও উচিত, নিজের আখিরাতে মঙ্গলময় করার জন্য ঐ উপদেশ সমূহের উপর আমল করে কবরের অন্ধকার থেকে বাঁচার জন্য রাতে কিছু না কিছু নফল আদায়ের আমল বানান। সামর্থ্য অনুসারে দান সদকা করুন। সব সময় মুখে কুফলে মদীনা লাগিয়ে মন্দ কথা থেকে মুখ কে বিরত রাখুন এবং প্রয়োজন অনুসারে শুধুমাত্র ভাল কথা মুখ থেকে বের করুন, এমন কি কিয়ামতের উত্তপ্ত গরম থেকে বাঁচার জন্য দুনিয়ার গরমে রোযা রাখুন। আমাদের বুয়ুর্গানে দ্বীন رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ আখিরাতে চিন্তার কারণে এত অধিক পরিমাণে রোযা রাখতেন যে, কিছু হযরত অনেক বছর রোযা রেখেই অতিবাহিত করে দিতেন। যেমনি ভাবে-

সব সময় রোযা রাখতেন:

হযরত সাযিয়্যুনা ওসমান গনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ সর্বদা রোযা রাখতেন এবং রাতের প্রথম অংশে আরাম করে বাকী রাত ইবাদত করতেন।

(মুসল্লিক ইবনে আবি শায়বা, কিতাব সলাতুত তাভাওয়া ওয়াল ইমামা, মান কানা ইয়ামুরু বি কিয়ামিল লাইল, ২/১৭৩ ৬নং)

অধিক রোযা রাখার কারণে রং হলদে হয়ে গেলো:

হযরত সাযিয়্যুনা আসওয়াদ বিন ইয়াজিদ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ইবাদত ও রিয়াজতের মধ্যে খুব চেষ্টা করতেন। খুব বেশি ইবাদত করতেন। এত অধিক পরিমাণে রোযা রাখতেন যে, তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর রং সবুজ ও হলুদ হয়ে যায়।

(উয়ুনুল হিকায়াত, ১ম অংশ, ৫১ পৃষ্ঠা)

ধারাবাহিক চল্লিশ বছর পর্যন্ত রোযা:

হযরত সাযিয়্যদুনা দাউদ ত্বায়ী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ধারাবাহিক ভাবে চল্লিশ বছর পর্যন্ত রোযা রাখতেন। কিন্তু তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর একনিষ্ঠতা এত অধিক ছিলো যে, তার ঘরের আধিবাসীরা পর্যন্ত বুঝতে দেননি। কাজে গেলে দুপুরের খাবার সাথে করে নিয়ে যেতেন এবং রাস্তার মধ্যে কাউকে দিয়ে দিতেন, মাগরীবের পর ঘরে এসে খাবার খেয়ে নিতেন, (মাদিনে আখলাক, ১ম অংশ, ১৮২ পৃষ্ঠা)

৬০ বছর পর্যন্ত দিনভর রোযা এবং রাতভর ইবাদত:

হযরত সাযিয়্যদুনা মনছুর বিন মুতামির رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ৬০ বছর এই ভাবেই অতিবাহিত করেন যে, রাতে ইবাদত আর দিনে রোযা রাখতেন।

(১৫২ রহমত ভরা হিকায়াত, ৭৮ পৃষ্ঠা)

একদিন পর একদিন রোযা:

হযরত সাযিয়্যদুনা আল্লামা শায়খ ইমাদ উদ্দিন رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ যিনি অনেক বড় ফকীহ ও মুফতী ছিলেন; খুবই ইবাদত পরায়ণ এবং পরহেযগার ছিলেন নফল রোযা এবং নফল ইবাদত অধিক পরিমাণে করতেন। একদিন পর একদিন রোযা রাখতেন।

(১৫২ রহমত ভরে হিকায়াত ২৬০ পৃষ্ঠা)

অধিক রোযা রাখার কারণে কোমর বুকুে গেলো:

হযরত সাযিয়্যদুনা ঈসা বিন যাদান উবুল্লি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ অধিক রোযা রাখতেন, যার কারণে তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর কোমর বুকুে গিয়েছিলো এবং আওয়াজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। (১৫২ রহমত ভরা হিকায়াত, ২৭২ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আমাদের বুয়ুর্গানে দ্বীনগণ রোযার প্রতি আকাংখা ছিলেন যে, চল্লিশ বছর, ষাট বছর বরং অনেকে তো সব সময়ই রোযা রাখতেন এবং ইখলাস এমন ছিলো যে, ঘরের সদস্যদেরকেও বলতেন না। এই জন্য আমাদের উচিত যে, রমযান মাসের ফরয রোযা আদায়ের পাশাপাশি রজব ও শাবান মাস, ছয় ঈদ, সোমবার এবং বৃহস্পতিবার এবং আইয়্যামে বীয, অর্থাৎ মাদানী মাস ১৩, ১৪, ১৫ ইত্যাদি নফল রোযার খুব গুরুত্ব দিন যে, নফল রোযার ও অনেক ফযীলত রয়েছে।

আমাদের প্রিয় আকা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি একদিন নফল রোযা রাখে যদি তাকে সম্পূর্ণ জমীন স্বর্ণ দিয়ে দেওয়া হয়, তখনও পর্যন্ত তার সাওয়াব পরিপূর্ণ হবে ন। তার সাওয়াব তো কিয়ামতের দিনই মিলবে।” (মসনদে আবি ইয়লা, মাসনদে আবি ছরায়রা, ৫/৩৫৩, হাদীস নং ৬১০৪)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ এর নিকট ও নফল রোযা খুবই প্রিয়। এই কারণে তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ বছরের নিষিদ্ধ দিন গুলো ব্যতীত অধিকাংশ সময়ই রোযা রাখেন, এই ছাড়া ও পুরো রজব মাস এবং অন্যান্য পবিত্র মাসে রোযা রাখার পাশাপাশি প্রত্যেক সোমবার রোযা রাখার ভরপুর উৎসাহ দেন। তার উৎসাহের ফলশ্রুতিতে অনেক ইসলামী ভাই এবং অনেক ইসলামী বোন সম্পূর্ণ রজব মাস নতুবা অধিকাংশ দিন রোযা রাখার সৌভাগ্য অর্জন করেন এবং সোমবার রোযাদারের সংখ্যা ও অনেক।

১২ মাদানী কাজের মধ্য থেকে এক মাদানী কাজ, ছুটির দিনে ইতিকাফ:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নেককার হতে ও বানাতে দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যে সফল হতে, সমাজের নির্লজ্জতার শ্রোত দমন করতে গরম মৌসুমের পরওয়া না করে অটলতার সাথে রমযান শরীফের রোযা রাখতে এমনকি নফল রোযার উৎসাহ নিজ অন্তরে জাগ্রত করতে দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত থাকুন এবং নেকীর কাজের মধ্যে আরো উন্নতি করতে যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজের মধ্যে আগে এসে অংশগ্রহণ করুন। যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজের মধ্যে এক কাজ, ছুটির দিনে ইতিকাফ এই জন্য সকল ইসলামী ভাইদের প্রতি আরয; সাওয়াব অর্জনের জন্য ছুটির দিনে ইতিকাফ করুন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই ইতিকাফ মসজিদের হয়ে থাকে, আর এর দ্বারা মসজিদ ও আবাদ থাকবে। মসজিদের আদবের প্রতি খিয়াল রাখতে এবং সব ধরণের বে আদবী থেকে বাঁচার প্রেক্ষিতে আমাদের মসজিদের মধ্যে অতিবাহিত হওয়ার প্রত্যেক মুহূর্তেও ইবাদতের মধ্যে গণ্য হবে। মসজিদ কে ভালবাসা এবং এতে নিজের অধিক থেকে অধিক সময় অতিবাহিত করার অনেক ফযীলত রয়েছে।

হযরত সাযিয়্যুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; তাজেদারে রিসালাত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যখন তোমরা কোন ব্যক্তি কে দেখবে যে, সে মসজিদে বেশি পরিমাণে আসা যাওয়া করে, তখন তার ঈমানের স্বাক্ষী দাও। কেননা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

اِنَّمَا يَعْزُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ اٰمَنَ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আল্লাহর মসজিদ সমূহ তারাই আবাদ করে, যারা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের উপর ঈমান আনে।

(পারা- ১০, সূরা- তাওবা, আয়াত- ১৮)

হযরত সাযিয়্যুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; সারকারে দো আলম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে মসজিদ কে ভালবাসে, আল্লাহ তাআলা তাকে তার প্রিয় (বান্দা) বানিয়ে নেন।”

(মুজমাযুয যাওয়ানেদ, কিতাবুস সলাত, বাব লুজুলু মাসাজীদ, ২০৩১ নং ২/১৩৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আজকের এই ফিতনা ফ্যাসাদের যুগে কোরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক মসজিদ ভরো সংগঠন দা’ওয়াতে ইসলামীর সুন্নাতে ভরা পবিত্র পরিবেশ তৈরী করছে। আল্লাহ তাআলার দয়ার এই মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে জানি না কত গুনাহগারের তাওবার তাওফিক হলো, আর এখন তারা সালাত ও সুন্নাতের ধারাবাহিক হয়ে এক বা আমল ও পূণ্যময় মুসলমানের মত জীবন অতিবাহিত করছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ বর্তমান যুগে দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশ নামায ও রোযার ধারাবাহিকতা এবং মসজিদের আদব ও সম্মানের প্রতি খেয়াল রেখে সেটা আবাদ কারীর ধারাবাহিকতার মধ্যে গুরুত্ব পূর্ণ কর্মকান্ড করে যাচ্ছে,

এই জন্য আমরা ও আমাদের অন্তরের মধ্যে মসজিদের প্রতি ভালবাসা এবং সেটাকে আবাদ করতে চায় এবং ইলমে দ্বীনের আলোতে নিজ আকীদা আমল বিশুদ্ধ করতে চায়, তবে রমজানুল মোবারক আমাদের কাছে একটি সর্বোত্তম সুযোগ। আমরা দা'ওয়াতে ইসলামী উদ্যোগে বিভিন্ন জায়গায় সংগঠিত হওয়া ইজতিমায়ী ইতিকাহের সৌভাগ্য অর্জন করা। কে জানে আগামী বছর রমযানুল মোবারক সৌভাগ্য হয় কি না হয়। দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী মহলের মধ্যে পুরো মাস রমযানের ইতিকাহ বিভিন্ন শহর ও দেশের মধ্যে হচ্ছে। এই জন্য সকল ইসলামী ভাই এতে অংশ গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করুন। অন্যথায় কমপক্ষে শেষ দশদিন ইতিকাহের জন্য অবশ্যই অবশ্যই চেষ্টা করুন।

আসুন! উৎসাহের জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের মধ্যে ইতিকাহ করার বরকতে ভরপুর এক মাদানী বাহার আপনাদের সামনে বর্ণনা করছি। খুশীতে আন্দোলিত হোন এবং এই রমযানুল মোবারকের মধ্যে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে ইতিকাহ করার নিয়্যত করে নিন। যেমনিভাবে-

কালু চাচার ঈমান তাজাকারী মৃত্যু:

দা'ওয়াতে ইসলামী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৬৯৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব, “ফয়যানে রমযান” এ ৫০৭ পৃষ্ঠা রয়েছে; মদীনা তুল আউলিয়া আহমাদা বাদ শরীফ (গুজরাট, ভারত) এক কালু চাচা, বয়স কমপক্ষে ৬০ বছর, রমযানুল মোবারক ১৪২৫ হিজরী ২০০৪ এর শেষ দশদিনের মধ্যে শাহী মসজিদ (শাহে আলম আহমদাবাদ শরীফে) অনুষ্ঠিত হওয়া তবলীগে কোরআন ও সুন্নাহের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর ইজতিমায়ী ইতিকাহের মধ্যে ইতিকাহ কারী হয়ে গেলো, এমনিতে সে প্রথমেই দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত ছিলো, কিন্তু আশিকানে রাসূলের সাথে ইজতিমায়ী ইতিকাহের মধ্যে অংশ গ্রহণের সৌভাগ্য প্রথমবারই হয়। ইতিকাহের মধ্যে অনেক কিছু শিখার সুযোগ হয়, সাথে সাথে ৭২ মাদানী ইনআমাতের মধ্যে প্রথম কাতারে নামায আদায়ের উৎসাহ মূলক দ্বিতীয় মাদানী ইনআমের উপর আমলেন খুব উৎসাহ পায়।

অতঃপর সে প্রথম কাতারের মধ্যে নামায আদায়ের অভ্যাস গড়ে নিলো। ২ শাওয়ালুল মুকাররম, অর্থাৎ ঈদুল ফিতরের দ্বিতীয় দিন, ৩ দিনের মাদানী কাফেলার মধ্যে আশিকানে রাসূলের সাথে সূনাতে ভরা সফর করেন। মাদানী কাফেলা থেকে ফিরে আসার পর ১১ শাওয়ালুল মোকররম ১৪২৫ হিজরী ২০০৪ সালে কোন কাজের জন্য বাজারে যেতে হয়েছিল, খুব ব্যস্ত ও ছিলো, কিন্তু দেবী হওয়ার পরিস্থিতিতে প্রথম কাতার ছুটে যাওয়ার ভয় ছিলো, এইজন্য সব কাজ ছেড়ে দিয়ে মসজিদের দিকে চলে গেলেন এবং আযানের পূর্বেই মসজিদের পৌঁছে গেলেন, অযু করে যখনই দাড়া লেন নিচে পড়ে গেলেন, কালেমা শরীফ ও দরুদ পাক পড়া অবস্থায় তার রুহ দেহ থেকে বের হয়ে গেলো **إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ**।

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ ইজতিমায়ী ইতিকাফের বরকতে মাদানী ইন্আমাতের দ্বিতীয় ইন্আম প্রথম কাতারের মধ্যে নামায আদায়ের প্রাপ্ত উৎসাহ উদ্দীপনার কালু চাচাকে ইন্তেকালের সময় বাজারের ভরপুর উদাসীন পরিবেশ থেকে উঠিয়ে মসজিদের রহমতে ভরা শ্রোত ধারায় পৌঁছে দিলো আর কেমনি সৌভাগ্য যে, শেষ মূহর্তে কলেমা ও দরুদ শরীফের সৌভাগ্য হয়ে গেলো। **سُبْحَانَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ!** যার মৃত্যুর সময় কলেমা শরীফ সৌভাগ্য হয়ে যায় তার কবর ও হাশরের তুরী পার হয়ে যায়। যেমন- ছরকারে দো আলম **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেন: “যার শেষ বাক্য **يَا أَيُّهَا اللَّهُ** হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।” (আবু দাউদ, ৩/১৩২, হাদীস নং: ৩১১৬) আরো দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের বরকত শুনুন। অতঃপর ইন্তেকালের কিছুদিন পর এক আত্মীয় স্বপ্নে দেখলেন, মরহুম কালু চাচা সাদা পোষাক পরিহিত মাথায় সবুজ পাগড়ী শরীফের তাজ সাজানো অবস্থায় হেঁসে বলছেন, বৎস! দা’ওয়াতে ইসলামী মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকো, এই মাদানী পরিবেশের বরকতে আমার উপর দয়া হয়েছে।

মউত ফদলে খোদা ছে হো ঈমান পর, মাদানী মাহল মে করলো তুম ইতিকাফ।

রব কি রহমত ছে পায়োগি জান্নাত মে ঘর, মাদানী মাহল মে করলো তুম ইতিকাফ।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ ৬৪০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

ফরজ রোযা যত প্রচণ্ড গরমের মধ্যেই আসুক না কেন শরয়ী অক্ষমতা ছাড়া কখনো একটি রোযা ও যেন কাযা না হয়। আমরা আমাদের বুয়ুর্গদের মতো ইবাদতকে দৃষ্টির সামনে রেখে সামান্য সাহস করি **إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** গরমের রোযার মধ্যে কষ্টের পরিবর্তে স্বাধ অনুভব করব। অনেক এমন আল্লাহ্ ওয়ালারা বান্দা ছিলেন, যারা সারা বছর বা বছরের অধিকাংশ সময় রোযা রেখে অতিবাহিত করতেন এবং বিশেষ করে গরমের রোযার মধ্যে তাদের এই পরিমাণ স্বাধ অনুভব হতো যে, মৃত্যুর সময় ও যদি তাদের কোন জিনিষের আফসোস হতো তবে তা এ কথার যে, মৃত্যুর পরে আমাদের গরমের রোযার সৌভাগ্য এবং প্রশান্তি ও সৌন্দর্য্য কিভাবে অর্জন হবে।

দো জাহা কি নেয়মতি মিলতী হে রোযাদার কো,

জু নেহী রাখতাহে রোযা ওয়ো বড়া নাদান হে। (ওয়াজ্বালে বখশিশ, ৭০৬ পৃষ্ঠা)

صَلِّ عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! ইবাদতের আগ্রহ এবং গরমের মধ্যে রোযা রাখার নিয়মের ব্যাপারে আল্লাহ্ ওয়ালাদের আরো কিছু ঘটনা শুনি, যাতে আমাদের অন্তরের মধ্যে এর উৎসাহ সৃষ্টি হয়। হযরত সায়্যিদুনা মুয়াজ্জ বিন জবল **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** এর ইন্তেকালের সময় সন্নিহিত হলো, তখন তিনি আল্লাহ্ তাআলার দরবারে আরয করলেন: হে আল্লাহ্! আমি তোমাকে ভয় করি এবং তোমার নিকট আমার আশাকে সোপর্দ করলাম, হে আল্লাহ্! তুমি জানো যে, আমি দুনিয়া এবং এর মধ্যে দীর্ঘ দিন থাকার জন্য নদী প্রবাহিত করার এবং গাছ লাগানোর জন্য পছন্দ করি না। বরং আমি দীর্ঘ জীবন এই জন্য ভালবাসি যে, যাতে রোযা রেখে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে তীব্র পিপাসা সহ্য করত, দীর্ঘ রাতের মধ্যে ইবাদত করে কষ্ট সহ্য করতে থাকব এবং ইলমে দ্বীনের মাহফীলের মধ্যে ওলামাদের সামনে দু জানু হয়ে বসব।

(ইহয়াউল উলুম ৫/৫৭৩)

হযরত সায়্যিদুনা ইয়াজীদ রাক্কাসী **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** তার মৃত্যুর সময় কাঁদতে লাগলেন, তখন তাকে আরয করা হলো; আপনি কেন কাঁদছেন? তখন বললেন: আমি এই কারণেই কাঁদছি যে, এখন আমি আর রাতে ইবাদত, দিনে রোযা এবং জিকিরের মজলীশে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ পাবো না। (হিকায়াতি আউর নহীহাতি, ১৩২ পৃষ্ঠা)

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সাযিয়দুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: হযরত সাযিয়দুনা আমীর বিন আবদে কায়ছ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ তার মৃত্যুর সময় কাঁদতে লাগলেন, যখন তার কাছে কান্নার করেন জিজ্ঞাসা করা হলো তখন বললেন, মৃত্যুর ভয় বা দুনিয়ার ভালবাসায় আমি কাঁদছি না। বরং গরমের রোযার দুপুরের পিপাসা এবং শীতকালের দীর্ঘ রাতের নফল নামাযের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াতে কাঁদছি। (ইহয়াউল উলুম, ৫/৫৭৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুনলেন তো আপনারা! ঐ মোবারক বুয়ুর্গদের কাছে প্রছন্দ গরমের রোযার তীব্র পিপাসা এই পরিমান পছন্দ ছিলো যে, তাদের মৃত্যুর সময় এই কথাতে তারা অশ্রু প্রবাহীত করত যে, মৃত্যুর পর গরমের রোযার তীব্র পিপাসার স্বাধ কিভাবে সৌভাগ্য হবে, এই হযরতগণ নামায ও রোযার এই পরিমান আধিক্য করতেন যে, এমন কি তাদের কাছে এই গুলি ছাড়া দুনিয়ার অন্য কোন জিনিষ এত হৃদয় গ্রাহী ছিলো না। যেমনি ভাবে হযরত সাযিয়দুনা মুছাযাব বিন ছাবিত رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ যিনি খুবই মুত্তাকী ও ইবাদত পরায়ন ছিলেন, প্রতিদিন এক হাজার নফল পড়তেন এবং সব সময় রোযা রাখতেন। (উয়ুনুল হিকায়াত, ২য় অংশ ৩২৪ পৃষ্ঠা)

হযরত সাযিয়দুনা ইব্রাহিম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: এক ইবাদত পরায়ন ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে গেলো, তখন আমরা শুশ্রূষার জন্য তার নিকটে গেলাম। সে দীর্ঘ দীর্ঘ স্বাধ নিয়ে আফসোস করতে লাগল। আমি তাকে বললাম কিসের জন্য আফসোস করছেন? তখন তিনি বললেন: ঐ রাতের জন্য যা আমি শুয়ে অতিবাহিত করেছি এবং ঐ দিনের জন্য যেই দিনে আমি রোযা রাখিনি। আর ঐ সময়ের জন্য যেই সময়টাতে আমি আল্লাহ তাআলার জিকির থেকে উদাসীন ছিলাম।

(হিকায়াতী আউর নাছীহাতী, ১৩৩)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একটু চিন্তা করুন যে, যারা তাদের জীবনের মধ্যে নফল নামায ও নফল রোযার মধ্যে সামান্য পরিমান গড়ি মসি হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে নিজ মৃত্যুর সময় এই পরিমান আফসোস হয়ে যে তাদের ব্যাপারে ফরয নামায বা ফরয রোযার ক্ষেত্রে অলসতার কল্পনাও করা যায় না। একটু চিন্তা করুন! যে

আমাদেরও ঐ সব আল্লাহ্ ওয়ালাদের মধ্যে কি পরিমাণ পার্থক্য যে, আমাদের সাধারণ লোকদের মৃত্যুর সময় দুনিয়া ছেড়ে যাওয়ার কারণে দুঃখিত হয় এবং তাদের ইবাদত থেকে বঞ্চিত হওয়ার দুঃখে কাঁদতে দেখা যায়। আমাদের শুধু দুনিয়াবী কল্যাণেরই চিন্তা। আর ঐ সব পবিত্র ব্যক্তিগণ দের কবর ও হাশরের চিন্তা আঁচলে জড়ানো আমাদের জন্য দুনিয়াবী আরাম আয়েশ ও ধন সম্পদ ছাড়া জীবনটা রং হীন, আর ঐ সব আল্লাহ্ ওয়ালাদের জন্য নামায রোযা ও অন্যান্য ইবাদত ছাড়া জীবনটা বিস্বাসময়। যেমনি ভাবে

হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বর্ণনা করেন, যদি তিনটি জিনিস না হতো তবে আমি মৃত্যু কে প্রাধান্য দিতাম। আরয় করা হলো: ঐ তিনটি জিনিস কি? ইরশাদ করলেন, দিন রাত আল্লাহ্ তাআলার সামনে সিজদা করা, প্রচণ্ড গরমের দিনে পিপাসার্ত থাকা অর্থাৎ রোযা রাখা এবং ঐ সব লোকদের মজলিশে বসা, যারা কথাকে উত্তম ফুলের মতো নির্বাচিত করেন।

(আয যাহদুল লিলবায়হাকী, আলজুযউল খামিছ, ৩২৪ পৃষ্ঠা, হাদীস : ৮৭০)

হযরত সায়্যিদুনা আলীযুল মুরতাদ্দা শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمَ বলেন: আমার দুনিয়াতে তিনটি জিনিস পছন্দ; (১) الضَّرْبُ بِالسَّيْفِ অর্থাৎ- তরবারী দিয়ে জিহাদ করা। (২) الصَّوْمُ بِالصَّيْفِ অর্থাৎ- গরমে রোযা রাখা, (৩) اِكْرَامُ الضَّيْفِ অর্থাৎ- মেহমানকে মেহমানদারী করা। (রুহুল বয়ান, ২০ পারা সূরা নমল, আয়াত ৬ ৬২/২৬৪)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

আসুন! রোযার আরো কিছু ফযীলত ও পুরস্কারাদী শুনি:

গরমে রোযা রাখার পুরস্কার:

হযরত ফকীহ আবুল লাইছ সমরকন্দি رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: কিয়ামতের দিন লোকেরা কবর থেকে ক্ষুধার্ত পিপাসার্ত হয়ে উঠবে, তবে যে ব্যক্তি গরমের দিনে নফল রোযা রেখেছে। আল্লাহ্ তাআলা তার জন্য জান্নাতের খাবার ও জান্নাতী পানীয় পাঠাবেন, তার রোযা আসবে এবং হাওজ থেকে লোকদেরকে সরিয়ে পাত্র ভরে তাকে খুব পরিতৃপ্ত করবেন।

(কুররাতুল উয়ুন ওয়া মাদরাহুল কলবিল মাহজুন, আল বাবুস সাদিস, ফি উকুবিন্নাযিহা, ৩৯৬ পৃষ্ঠা, ২০২ নং)

কবর থেকে মেশকের সুস্থান:

হযরত সাযিদ্‌নুনা আব্দুল্লাহ বিন গালিব হাদানী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর দাফনের পর তার কবর শরীফের মাটি থেকে মেশকের সুস্থান আসত, কেউ স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করল: مَا صُنِعَ بِهِ؟ অর্থাৎ আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করা হয়েছে? বললেন: ভাল আচরণ করা হয়েছে। জিজ্ঞাসা করলেন: তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে? বললেন: জান্নাতে, জিজ্ঞাসা করলেন: কোন আমলের বরকতে? বললেন: পরিপূর্ণ ঈমান, তাহজ্জুদ এবং গরমের রোযার কারণে। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন: আপনার কবর থেকে মেশকের সুস্থান কেন আসতেছে? তখন জওয়াব দিলেন, এটা আমার তিলাওয়াত ও রোযার পিপাসার সুস্থান।

(হিলয়াতুল আউলিয়া, মুগীরা বিন হাবীব, ৬/২৬৬, হাদীস: ৮৫৫৩)

রোযার মাধ্যমে সুস্থতা লাভ হয়:

আমীরুল মোমিনীন হযরত মাওলায়ে কায়েনাতে আলীযুল মুরতাদ্দা শেরে খোদা كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمِ থেকে বর্ণিত; নবী করিম, রউফুর রহীম صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “নিঃসন্দেহে আল্লাহু তাআলা বণি ইসরাইলের এক নবী عَلَيْهِ السَّلَام এর কাছে ওহী নাযিল করেন যে, আপনি আপনার সম্প্রদায় কে সংবাদ দিন যে, যে বান্দা আমার সন্তুষ্টির জন্য একদিন রোযা রাখে তবে আমি তার শরীরে সুস্থতা দান করি। আর তাকে বড় প্রতিদান দান করি।”

(শুয়াবুল ঈমান বাব ফিস সিয়াম আখবার ওয়া হিকায়াত ফিস সিয়াম, ৩/৪১১, হাদীস: ৩৯২৩)

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুনাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযাবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمْ أَعْلَاهِ এর লিখিত কিতাব, “ফয়যানে সুনাত” এর ১০৫ নং পৃষ্ঠা লিখেন: আল মালফুজের ২য় অংশে ১৪৩ পৃষ্ঠা আ’লা হযরত ইমামে আহলে সুনাত ইমামে আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: এক বছর রমযান মাসের কিছু দিন আগে সম্মানীত পিতা হযরত রইছুল মুতাকাল্লিমিন সাযিদ্‌নুনা মাওলানা নকী আলী খাঁন رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ স্বপ্নে তাশরীফ আনেন এবং বলেন, পুত্র আগামী রমযান মাসে তুমি বিষণ অসুস্থ হয়ে যাবে, কিন্তু স্মরণ রাখবে যে, কোন রোযা যেন কাযা না হয়ে যায়।

অতঃপর সম্মানীত পিতা رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর কর্থা অনুসারে বাস্তবিকই রমযান মাসে বিষণ অসুস্থ হয়ে পড়ি। কিন্তু কোন রোযা ছেড়ে দেয়নি। اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ। রোযার বরকতে আল্লাহ তাআলা আমাকে সুস্থতা দান করেন, আর সুস্থ হবো না কেন। কেননা, সায়্যিদুল মাহবুবিন, ছয়র صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “اَرْتَهَا- رَوَا رَاخُو سُؤْثُ هَيَّه يَابُو۔” (মুজমু আউসাত, মিন ইসমিমহি মুসা, ৬/১৪৭, হাদীস নং ৮৩১২)

রোযার দ্বারা কি মানুষ অসুস্থ হয়ে যায়:

سُبْحَانَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ! আপনারা শুনলেন তো! ইসলাম আমাদের কে সুস্থতা ও প্রশান্তি পেতে এবং অসংখ্য সাওয়াব অর্জন করতে কেমন শক্তিশালী মাদানী ব্যবস্থাপত্র দিয়েছে, যে বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য শুধুমাত্র একটি রোযা রাখে আল্লাহ তাআলা তাকে প্রবল সাওয়াব ও প্রতিদানের পাশাপাশি সুস্থতা ও প্রশান্তি ও প্রধান করেন। গভীর চিন্তাতো করুন যে, যখন একটি রোযা রাখার এই প্রতিদান তো যে সৌভাগ্যবান পুরো রমযান মাস রোযা রাখে সে গুলোর সাওয়াব রমযান মাস রোযা রাখে সে গুলোর সাওয়াব এবং তার আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে পাওয়া নেয়ামতের ধারণা কে করতে পারবে। কিন্তু আফসোস! কিছু লোককে এটা বলতে শুনা যায় যে, আমরা তো অমুক অমুক মাসে, বা পুরো রমযান মাসে ধারাবাহিকতার সাথে রোযা রাখি কিন্তু সুস্থ হওয়ার পরিবর্তে অসুস্থ হয়ে যায়। রোযা আমার কোন কাজে আসে না। এমনি মনে হয় যে, যেমনি শরীর নিস্তেজ হয়ে গেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি তো স্মরণ রাখবেন, এতে রোযার কোন ক্রটি হয় না বরং ক্রটি আমাদের হয়। উদাহরণ স্বরূপ কিছু লোক খাবার পানীয়ের ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করে ফেলে। এইভাবে যদি পাকস্থলির উপর তার সামর্থের চেয়ে বেশি বোঝা চলে দেওয়ার চেষ্টা করা হয় এবং সেহেরী ইফতারের মধ্যে সু স্বাধু খাদ্য তেলে ভেজা মজাদার খাবার পরাটা বারগার, লচ্ছি, শিখ কাবাব, মাংস, ছমুছা, রুল, পিঠ, ঠন্ডা পানীয়, বিরিয়ানী এবং জানিনা কেমন কেমন খাবার নিজ পাকস্থলীর মধ্যে ঠেসে ঠেসে ভরপুর করা হয়। তো বেচারা পাকস্থলী কোন কোন জিনিষটা কিভাবে হজম করবে? যার ফলে হজম প্রক্রিয়া এলোমেলো হয়ে যায়। পাকস্থলী অসুস্থ হয়ে পড়ে। পুরো শরীর রোগে ছেয়ে যায়।

যেমনি ভাবে নবী করিম **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেন: “পাকস্থলী শরীরের মধ্যে হাওজের মত এবং শরীরের শিরা পাকস্থলীর দিকে আসন্ন, যদি পাকস্থলী সুস্থ থাকে তবে শিরা পাকস্থলির থেকে সুস্থতা নিয়ে প্রত্যাবর্তন করে। আর যদি পাকস্থলি নষ্ট থাকে, তবে শিরা ও অসুস্থ হয়ে পুনরায় ফিরে যায়।”

(শুয়াবুল ঈমান বাব ফিলমতায়িম ওয়াল মশারিব ফসল তয়বিল মতয়ম ওয়াম মালবস, ৫/৬৬, হাদীস! ৫৭৯৬)

এই জন্য রোযার মধ্যে ও রোযা ছাড়া খাবারের ব্যাপারে খুব সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, এমন কি রোযার মধ্যে শক্তির বাইরে অতিরিক্ত পরিশ্রম ও কষ্টদায়ক কাজ করা থেকে বেঁচে থাকা উচিত। কেননা রোযা অবস্থায় শক্তির বাইরে যদি পরিশ্রম করা হয়, তবে এর দ্বারা ও শরীরের মধ্যে খুব বেশি প্রভাব পড়ে এবং রোযা রাখাটা বা রেখে তা পুরো করাটা কঠিন হয়ে যায়। দূভাগ্যবশত ধন সম্পর্দ উপার্জনের লোভে কিছু মূর্খ মুসলমান রমযান মাসের আগমন হতেই অধিক ইবাদত না করে সম্পর্দের ধ্যানে রোযার মধ্যে শক্তির বাইরে অতিরিক্ত পরিশ্রম ও কষ্ট করে থাকে। যার কারণে তার শরীরের দুর্বলতা বেড়ে যায়, যার ফলে রোযা রাখার ক্ষেত্রে অপূর্ণতা এসে যায়। তবে অনেক সময় ভেঙ্গে ও ফেলে, অথচ রমযান মাসের দিন সমূহে এই ধরণের কাজ করাটা শরয়ী ভাবে অনুমতী নেই। যার দ্বারা শারীরিক দুর্বলতা সৃষ্টি হয়। আর রোযা ভেঙ্গে ফেলার প্রবল ধারণা হয়। যেমনি ভাবে সদরুশ শরীয়াহ, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী **رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** বলেন: রমযানের দিনে এমন কাজ করা জায়েজ নেই, যার দ্বার এতটুকু দুর্বলতা এসে যায় যে, রোযা ভেঙ্গে ফেলার প্রবল ধারণা হয়, এই জন্য রুটি প্রস্তুতকারীর উচিত যে, দুপুর পর্যন্ত রুটি পাকাবে, তারপর বাকী সময় বিশ্রাম করবে, এই হুকুম, রাজ মিস্ত্রি, শ্রমিক, অন্যান্য কষ্ট দায়ক কাজ সম্পাদনকারীর জন্য প্রয়োগ হবে। অধিক দুর্বলতার সম্ভাবনা থাকলে কাজ কমিয়ে দিন, যাতে রোযা আদায় করতে পারে। (বাহারে শরীয়ত, পঞ্চম অংশ, ১/৯৯৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই কথা ও মনে রাখবেন যে, যদি প্রকৃত পক্ষে কারো এমন রোগ হয়ে গেলো যে, যে সময় রোযা রাখলে রোগ তীব্র হয়ে যাওয়ার প্রবল ধারণা হয়,

তবে ঐ প্রসঙ্গে ফোকাহায়ে কিরামগণ رَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ কোরআন ও হাদীসের আলোতে এমনি পথ প্রদর্শন করেছেন। যেটার আলোতে রোগ ছেড়ে দেওয়ার অনুমতী রয়েছে এই কারণে যে ব্যক্তি রোগের কারণে নিজের ভিতর শক্তি পান। তার উচিত যে, কোন সুন্নী সঠিক আকীদা আলীমে দ্বীন বা দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত থেকে নিজের অবস্থা অনুসারে এই ব্যাপারে অবশ্যই দিক নির্দেশনা নিয়ে নিন। শরয়ী ভাবে আমাদের রোযা কাযা করার অনুমতী আছে কি নেই, শুধুমাত্র নিজ ধারণা প্রসূত রোযা কখনোই ছাড়বেন না।

দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত:

স্মরণ রাখবেন! দা'ওয়াতে ইসলামী ১০৩ এর চেয়ে অধিক বিভাগের মধ্যে থেকে এক বিভাগ দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত। اَلْعَمَدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ পাকিস্তানের শহর বাবুল মদীনা করাচীর মধ্যে ৪টি যমযম নগর হায়দারাবাদ (বাবুল ইসলাম, সিন্দ) সাদারাবাদ, (ফয়সলাবাদ,) মারকযুল আউলিয়া (লাহোর) রাওয়াল পিন্ডি এবং গুলজারে তৈয়েবা, (ছেরকোদার) মধ্যে দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত। প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দুঃখিত উম্মত কে শরয়ী পথ প্রদর্শনের জন্য নেটের মাধ্যমে পুরো দুনিয়ার মুসলামানদের মাঝে মাছয়লা সমাধান করে পাঠানো হয়। ইন্টার নেটের মাধ্যমে সারা দুনিয়ার এই মেইল এড্রেস, darulifta@datateislami.net এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যায়। এমনকি পুরো দুনিয়ায় শরয়ী দিক নির্দেশনা পাওয়ার জন্য নিম্নোক্ত নাম্বারে যোগাযোগ করা যাবে, নম্বর নেটে করে নিন:

0300-0220113 - 0300-0220112

0300-0220115- 0300-0220114

পাকিস্তানী সময় অনুযায়ী সকাল ১০ টা থেকে বিকাল ৪ টার এই নাম্বার সমূহে যোগাযোগ করা যাবে জুমার দিন ছুটি থাকে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ عَلَى مُحَمَّدٍ

আল্লাহ তাআলা আমাদের কে সব রোযা ভাল ভাল নিয়তের সাথে রাখার তাওফিক দান করুন। اٰمِيْنَ بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শেষে সুন্নাতের ফযীলত এবং কিছু সুন্নাত ও আদব বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে (ব্যক্তি) আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো, আর যে আমাকে ভালবাসলো সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।” (ইবনে আসাকির, ৯ম খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পড়েছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ عَلَى مُحَمَّدٍ

মুসাফাহা করার সুন্নাত ও আদব:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ এর লিখিত রিসালা “১০১ মাদানী ফুল” থেকে মুসাফাহা করার কিছু সুন্নাত ও আদব শুনি: “নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: ❀ “যখন দুজন মুসলমান সাক্ষাত করে মুসাফাহা করে এবং একে অপরের সাথে কুশল বিনিময় করে তবে আল্লাহ তাআলা তাদের মাঝে ১০০টি রহমত অবতীর্ণ করেন তার মধ্যে ৯০টি রহমত একটু বেশী উৎফুল্ল ও ভালভাবে আপন ভাইয়ের কুশল জিজ্ঞাসাকারীর জন্য অবতীর্ণ হয়।” (আল মুজামুল আওসাত, লিত তাবরানী, ৫ম খন্ড, ৩৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৬৭৬) ❀ যখন দুইজন বন্ধু পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে মুসাফাহা করে এবং প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে তবে তাদের পৃথক হওয়ার পূর্বেই তাদের আগে ও পরের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। (শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৮৯৪৪, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত) ❀ দুজন মুসলমানের সাক্ষাতের সময় সালামের পর উভয় হাতে মুসাফাহা করা অর্থাৎ উভয় হাত মিলানো সুন্নাত। ❀ বিদায়ের সময় সালাম করণ এবং হাতও মিলাতে পারেন, ❀ হাত মিলানোর সময় দরুদ শরীফ পাঠ করে সম্ভব হলে এ দোয়াটিও পাঠ করণ يُغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلكُمْ (অর্থাৎ- আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ও তোমাদের ক্ষমা করণ।)

❁ দুইজন মুসলমান মুসাফাহার সময় যে দোয়া করে **إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** তা কবুল হবে। উভয় হাত পৃথক হওয়ার পূর্বে **إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** মাগফিরাত হয়ে যাবে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ২৮৬, হাদীস নং- ১২৪৫৪, দারুল ফিকর, বৈরুত) ❁ পরস্পর হাত মিলানোর ফলে শত্রুতা দূর হয়ে যায়, ❁ যতবারই সাক্ষাত হয় ততবারই হাত মিলাতে পারবেন, ❁ উভয়ের পক্ষ থেকে এক হাত মিলানো সূনাত নয়, মুসাফাহা উভয় হাতে করা সূনাত। ❁ অনেকেই শুধুমাত্র আঙ্গুল সমূহ স্পর্শ করায় এটা সূনাত নয়, ❁ হাত মিলানোর পর স্বয়ং নিজের হাত চুমু খাওয়া মাকরুহ। হাত মিলানোর পর নিজের হাতের তালু চুম্বন কারী ইসলামী ভাই নিজের এ অভ্যাস ত্যাগ করুন। (বাহারে শরীয়াত, ১৬ খন্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা হতে সংক্ষেপিত) ❁ যদি আমরদ তথা সুদর্শন বালকের সাথে হাত মিলানোতে কামভাব সৃষ্টি হয়, তবে তার সাথে হাত মিলানো বৈধ নয় বরং যদি দেখার ফলে কামভাব আসে তাহলে দেখাও গুনাহ। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা, দারুল মারিফাত, বৈরুত) ❁ মুসাফাহা করার সূনাত হচ্ছে, হাত মিলানোর সময় রুমাল ইত্যাদি যেন আড়াল না হয়, উভয়ের হাতের তালু খালি থাকে এবং তালুর সাথে তালু স্পর্শ করা চাই।
(বাহারে শরীয়াত, ১৬তম অংশ, ৯৮ পৃষ্ঠা)

অসংখ্য সূনাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব “বাহারে শরীয়াত” ১৬তম খন্ড (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব ‘সূনাত ও আদব’ হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সূনাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দাওয়াতে ইসলামীর** মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সূনাতে ভরা সফর করা।

লুটনে রহমতে কাফিলে মে চলো, শিখনে সূনাতে কাফিলে মে চলো।
হোগি হাল মুশকিলে কাফিলে মে চলো, খতম হো শামতে, কাফিলে মে চলো।

صَلِّ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ **صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!**

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাম্প্রতিক ইজতিমায় পাঠিত ৬টি দরুদ শরীফ ও দোয়া সমূহ

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরুদ শরীফ:

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْحَبِيبِ
الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيمِ الْجَاهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরুদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় তাজেদারে মদীনা, হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ

হযরত সায্যিদুনা আনাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি এ দরুদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।” (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের সত্তরটি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরুদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের সত্তরটি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরুদ শরীফ পা করার সাওয়াব:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ اللَّهِ
صَلَاةً دَائِمَةً بَدَأَ بِهَا مَلِكُ اللَّهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কতিপয় বুয়ুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরুদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসুন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى لَهُ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো হুযরে আনওয়ার صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ আশ্চর্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন হুযুর পুরনুর صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “সে যখন আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।” (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরুদে শাফায়াত:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَنْزِلْهُ الْبَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি এভাবে দরুদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজিব হয়ে যায়।”

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২, ৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ أَهْلُهُ

হযরত সায্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।”

(মাজমাউয যাওয়ানিদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেল:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেল। (তরীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)